অধিবেশন:৫
বাল্য বিবাহ

বিয়ের প্রকৃত বয়স আসলে কত?

পূর্ববর্তী অধিবেশনে আমরা বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের একটি বড় পরিবর্তন ঋতুস্রাব সম্পর্কে জেনেছি। অনেকেই মনে করে থাকে যেহেতু ঋতুস্রাবের ফলে মেয়েদের ডিম্বাশয় গর্ভধারণের জন্য সক্রিয় হয় তাই রজঃপ্রক্রিয়া শুরু হওয়া মানেই তাকে বিয়ে দেয়া যায়। তবে, তোমরা জেনে থাকবে, বাল্য বিবাহ আমাদের সমাজে একটি মারাত্মক ব্যাধি। বাল্য বিবাহ যে শুধু পরিবারের অসঙ্গত আচরণের কারণে হয় তা না, তোমাদের মত ছেলেরাও বিয়ের জন্য কম বয়সী মেয়ে পছন্দ করে, ফলে অল্প বয়সে প্রাণ হারাতে হয় অনেক মেয়ের।

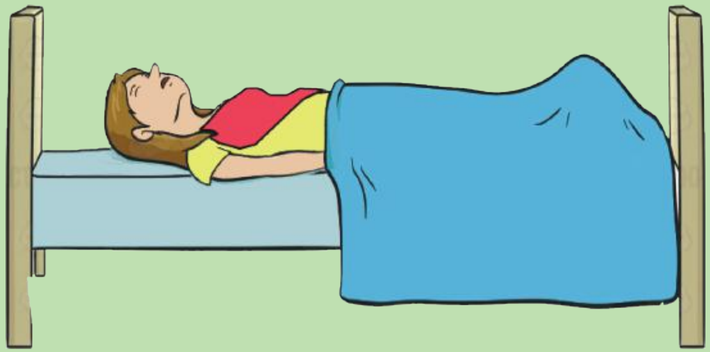

তোমাদের কি মনে হয়? তোমার ও তোমার বন্ধুদের মতে ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের বয়স কত হওয়া উচিত চল তা নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করে নেই।

তোমার/বন্ধুদের নাম	মতামত
১.	
২.	
৩.	

ফ্যাক্ট ফাইল:

বিয়ে এমন এক সামাজিক ব্যাপার, যার জন্য শুধু মানসিক প্রস্তুতি থাকলেই হয় না, প্রাকৃতিকভাবে শরীরকেও প্রস্তুত হতে হয়। মূলত বিয়ের জন্য বয়সটা গুরুত্বপূর্ণ না, শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতিটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী অন্ততঃ ১৮ বছর বয়স হলে মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। তবে ২০ ও ৩০ বছরের মাঝামাঝি বিয়ে করাটাই উত্তম। এই সীমার আগে করলে বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর এর পরে করলে বেশি দেরি হয়ে যায়।

মেয়েদের সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা গুলোই কি বাল্য বিবাহের জন্য দায়ী?

তোমাদের অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবে, তোমাদের স্কুলেই সমবয়সী অনেক মেয়েরই ইতোমধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে। এর ফলে অনেকেই নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতও হতে পারে না। তোমাদের কী মনে হয়? বিয়ের আগে কি তাদের মতামত নেয়া হয়েছিল? বিয়ের সাথে সকল মেয়েদেরই শারীরিক ও মানসিক অনেক ব্যাপার জড়িয়ে থাকে। তাই যে বিয়ে করবে/যার বিয়ে দেয়া হবে সে শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত কিনা তা জেনে নেওয়া জরুরি। মেয়েদের ঠিক বয়সের আগে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পেছনে একটি মূল কারণ সমাজে প্রচলিত বাল্য বিবাহ সম্পর্কিত গতানুগতিক ধারণা। যে সকল ধারণা গুলোকে চ্যালেঞ্জ না করা পর্যন্ত সমাজ থেকে বাল্য বিবাহ সম্পূর্ন নির্মূল করা সম্ভব নয়। চলো বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে বাল্য বিবাহ সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত গতানুগতিক ধারণাগুলো লিপিবদ্ধ করি ও সেই সাথে এ ধারণা গুলো চ্যালেঞ্জ করার উপায় নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করি।

বাল্য বিবাহ সম্পর্কিত সমাজে প্রচলিত গতানুগতিক ধারণা	গতানুগতিক মনোভাব পরিবর্তনের উপায়
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

ফ্যাক্ট ফাইল:

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে, ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ ও মেয়েদের ১৮। তবে বিশেষ বিবেচনায় মা-বাবা চাইলে তা শিথিলযোগ্য। উল্লেখিত বয়সের কমে কেউ বিয়ে করলে বা বিয়ের চুক্তি করলে তার জন্য শাস্তির বিধান আছে। শাস্তি হিসেবে কারাদন্ড বা অর্থদন্ড অথবা উভয়ই হতে পারে।

চল একটি গল্প পড়ি:

রনি, সাদ্দাম, মুক্তা, দিনা ও পলি একে অপরের বন্ধু ও সহপাঠী। তারা সকলেই একই ক্লাসে পড়ে। কিছুদিন আগেই তারা পঞ্চম শ্রেণিতে উঠেছে। তাদের মধ্যে মুক্তা লেখাপড়ায় সবচেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু স্কুলে যাওয়া-আসার পথে প্রায়ই কিছু বখাটে ছেলে ওকে বাজে প্রস্তাব দেয়ায় মুক্তার মা-বাবা ভয় পেয়ে অল্প বয়সে মুক্তার বিয়ে দিয়ে দেন। মুক্তার বয়স কম হওয়ায় তার প্রজনন অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করেনি। কাজেই যৌন সম্পর্কের ফলে তার শারীরিক নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে থাকে। পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। ফলে অল্প বয়সে সে গর্ভধারণ করে। মুক্তা বা তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের গর্ভকালীন বিশেষ যত্ন যেমনঃ পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো (যাতে গর্ভে থাকা সন্তান পুষ্টি পায়), হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ (ভারী জিনিস তুলতে না দেয়া, কলসিতে পানি আনতে না দেয়া ইত্যাদি) বিষয় নিয়ে কোন খেয়াল রাখেনি। মুক্তা গর্ভধারণকালীন সময়ে সঠিক পুষ্টি ও যত্ন না পাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। এভাবে শিশু বিবাহের ফলে মেয়েরা খুব অল্প বয়সেই গর্ভধারন করে এবং এ সংক্রান্ত নানান সমস্যায় আক্রান্ত হয়। নানারকম রোগ যেমন ফিস্টুলা, খিচুনী, রক্তস্বল্পতা, দূর্বলতা এবং সবচেয়ে ভয়ানক সমস্যা হল প্রসব করতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু। তাহলে বুঝতেই পারছ বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে সন্তান জন্মদান কিভাবে মেয়েদের জন্য হুমকি ডেকে আনে।

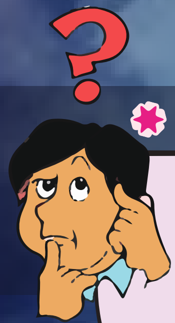

- গল্পটি পড়ে তোমার কী মনে হল?

- মুক্তা যে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তার কারণগুলো কী কী?

- এই ধরনের সমস্যা দূর করতে হলে কী কী করা যেতে পারে?

- রনি তোমার বন্ধু/পরিচিত কেউ হলে এক্ষেত্রে তোমার ভূমিকা কি হতো?

চতুর্থ দিন:
কার্যক্রম ৪

তোমাদের এলাকায় বাল্য বিবাহ হয়েছে এমন কয়েকটি পরিবার খুঁজে বের করো। তোমার মতে তাদের বাল্য বিবাহের পেছনের কারণ গুলো কি তা নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করো। সেই সাথে চলো লিখে নেই বাল্য বিবাহের ফলে কী ধরণের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হতে পারে।

কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?	বাল্য বিবাহের পেছনে কারণ	বাল্য বিবাহের ফলে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?	বাল্য বিবাহের পেছনে কারণ	বাল্য বিবাহের ফলে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

আসছে চ্যালেঞ্জার মামু!

বাল্য বিবাহ নিয়ে আইন থাকা সত্ত্বেও তা থামছে না। এই সামাজিক ব্যাধির ফলে অনেক মেয়ের প্রাণ অকালে ঝরে যাচ্ছে। তোমাদের সমবয়সী অনেক মেয়েকে বিবাহিত দেখে তোমাদের মনে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়েও অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। তোমার মনে তৈরী হওয়া এমনই নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিবে চ্যালেঞ্জার মামু। যে প্রশ্ন বা ঘটনা লজ্জা ও ভয়ের কারণে এতদিন কারো সাথে বলতে পারো নি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করো চ্যালেঞ্জার মামুর সাথে এবং তোমার আলোচনা লিপিবদ্ধ করো পরের কার্যক্রমে। তোমার পরিচয় গোপন রাখতে চাইলে চ্যালেঞ্জার মামু তোমার গোপনীয়তা রক্ষা করবে। তোমাদের সুবিধার্থে চ্যালেঞ্জার মামু মোবাইল অ্যাপ চলে যাবে তোমাদের কাছে। দ্য ক্যাম্পাস হিরো মোবাইল ক্যাফে ব্যবহার করে তোমরা মামুর সাথে সরাসরি ফোনালাপ কিংবা চ্যাট করে তোমাদের প্রশ্ন করতে পারবে।

দ্য ক্যাম্পাস হিরো মোবাইল ক্যাফে

ষষ্ট দিন:
কার্যক্রম ৬

গতদিনের স্কুল সেশনে তোমার স্কুলে দ্য ক্যাম্পাস হিরো মোবাইল ক্যাফে এসেছিল। যার মাধ্যমে বাল্য বিবাহ নিয়ে নানা ধরণের জিজ্ঞাসা নিয়ে চ্যালেঞ্জার মামুর সাথে তোমার কথোপোকথন হয়। চ্যালেঞ্জার মামুর সাথে হয়ে যাওয়া বাক্যালাপ নিচে লিপিবদ্ধ করো:

বাল্য বিবাহ নিয়ে অধিবেশনের পর কী মনে হয়, নিচের ধারণা গুলোর সাথে কি তুমি একমত? নিচের উদ্ধৃতি গুলো নিয়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো ও তোমার ও তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করো।

- বাল্যবিবাহে মূলত যেই পুরুষ বিয়ে করতে রাজি হচ্ছেন তার যেমন অপরাধ আছে তেমনি মেয়ের বাবা-মাও দোষী।

- বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করলে এক দিকে যেমন সন্তান জন্মদানের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় তেমনি বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ থেকেও মুক্ত থাকা যায়।

- গর্ভে সন্তান থাকলে তারও পুষ্টির দরকার হয়। মায়ের শরীর তার নিজের ও সন্তানের পুষ্টি সরবরাহ করে। কাজেই এ সময়ে মায়ের যথাযথ খাবার ও যত্ন প্রয়োজন।

- বিয়ের বয়স ১৮ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা ১৫ বছর বয়সেও শারীরিক পূর্ণতা ও মানসিক পরিপক্কতা সম্পন্ন হয় না।

সপ্তম দিন:
দলীয় কার্যক্রম

তোমার ও বন্ধুদের মতামত

সাহসী কিশোরী শারমিন, চলো তার জীবনের একটি গল্প জেনে নেই যার মাধ্যমে তুমি ও তোমার বন্ধুরা অনুপ্রাণিত হতে পারো:

শারমিন দশম শ্রেণির ছাত্রী। শারমিনের মা তার বিয়ে ঠিক করেন এক প্রতিবেশীর সাথে। শারমিন রাজি না হওয়ায় নানাভাবে তার মা চাপ প্রয়োগ করেন। এতেও টলেনি সে। জোর করে শারমিনের বিয়ে দেয়া হয়। এরপর শুরু হয় শারমিনের বন্দী জীবন ও নানা রকম নির্যাতন।এক বছর পর শারমিন সেখান থেকে পালিয়ে তার বন্ধুর বাড়িতে যায় এবং সব কথা খুলে বলে। স্থানীয় সাংবাদিকের সহায়তায় তারা থানায় হাজির হয়। মা ও স্বামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে। পরে পুলিশ শারমিনের মা ও স্বামীকে গ্রেপ্তার করে। এরপর থেকে শারমিন তার দাদির কাছে থাকে এবং সে সফলভাবে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

শারমিনের ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মতামত কী?